ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ও আমার প্রাণ, আমার আত্মা' কাকে বললেন ঐশ্বরিয়া?

পৃঃ ৫

পিছিয়ে পড়েও সালাহর গোলে লিভারপুলের দারুণ জয়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯৩ ● কলকাতা ● ২২ চৈত্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৫ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে

শিরোনামে উঠে এল ভোট পরবর্তী হিংসা কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শিরোনামে উঠে এল ভোট পরবর্তী হিংসা কাণ্ড । শোনা যাচ্ছে, এই ঘটনায় রাজ্যের প্রায় ৫০ জনকে নোটিশ ধরাতে পারে সিবিআই । শওকত মোল্লা, পরেশ পাল, অভিজিত সিংয়ের মতো নেতাদের নামও সেই তালিকায় থাকতে পারে বলে খবর। এখানেই শেষ নয়!রাজ্য সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমো কোর্টের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। হাই কোর্ট এবং শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমানে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির সূত্রে খবর, বর্তমানে তাদের হাতে একাধিক মামলা রয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্দেশখালি কাণ্ড, তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার।নির্বাচন কমিশনও বাংলায় রাজনৈতিক হিংসার

এরপর ৩ পাতায়

ঝাড়গ্রামে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে আসছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ঝাড়গ্রাম শহরে হেলিপ্যাড সংলগ্ন একটি বেসরকরি লজে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটির সমস্ত সদস্যদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবেন তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এই বিষয়ে নির্বাচনী কমিটির সদস্য ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি প্রসুন ষড়ঙ্গী ও জেলা সম্পাদক অজিত মাহাতো বলেন, 'নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কি বার্তা দেন আমরা তা শোনার অপেক্ষায় রয়েছি। যেমন নির্দেশ দেবেন আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব। 'সাড়ে এগারোটার আগেই কপ্টারে ঝাড়গ্রামে পৌঁছে যাবেন তিনি। সাড়ে এগারোটার মধ্যে এই কেন্দ্রের অধীন সাতটি বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব, বিধায়করা থাকবেন।পাশাপাশি তিন জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যানরাও থাকবেন। এছাড়া তিন জেলার ব্লক সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন। আরো থাকবেন বিভিন্ন শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতিরা। নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান হলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি, বিধায়ক দুলাল মুর্মু। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে

এরপর ৩ পাতায়

কোচবিহারে একই দিনে

মমতা-মোদির সভা হয়ে গেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই প্রচারের পারদ চড়েছে সব রাজনৈতিক দলের। আগামী ১৯ তারিখ, প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের তিন জেলা - কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভোটগ্রহণ। তাই ওই সব জেলায় প্রচার চলছে জোরকদমে। বৃহস্পতিবার, একইদিনে কোচবিহারের সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিভিন্ন ভোটের সময় দিল্লি থেকে বিজেপির হেভিওয়েট নেতানেত্রীরা ঘন ঘন বাংলায় আসেন প্রচারের জন্য। শাসক শিবিরের তরফে ওডেলি প্যাসেঞ্জার্স বলে কটাক্ষ করা হয়। এমনও হয় যে বিভিন্ন শিবিরের একাধিক হেভিওয়েট নেতা একই দিনে একই জায়গায় প্রচার সভা করছেন। চব্বিশের নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই কোচবিহারে একই দিনে মমতা-মোদির সভা হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। আর এই জোড়া হেভিওয়েট সভা নিয়ে স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। তবে দুজনের সভাস্থলের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব থাকায় উনিশের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি।

এদিন দুপুরের মাথাভাঙায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার পর সেখান থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে বিকেলের দিকে জনসভা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । আর সভার শুরুতেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন। সভা নিয়ে আগেরবারের জটিলতার পুনরাবৃত্তি হয়নি বলে। মোদির এই ধন্যবাদজ্ঞাপনের কারণ ঠিক কী? কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

অভিজিত নাম না-করে

স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে-র বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে তাঁকে তিহার জেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি

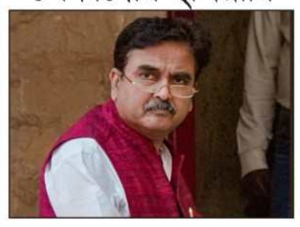

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকে কেন্দ্র করে বাগযুদ্ধ চলে এসেছে লোকসভা ভোটের ময়দানে।প্রচারে বেরিয়ে তিনি যে ভাবে মত প্রকাশ করছেন তাতে তৃণমূল ও সিপিএম নেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে 'ঔদ্ধত্য'র অভিযোগ তুলছে। অভিজিত অবশ্য তা খণ্ডন করে বলেন,"কখনই না । আসলে ওরা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেন না। তাই এ সব বলছে। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার জায়গা কোথায় এখানে?"তমলুক লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন ওই মামলা তাঁর অধীনে ছিল। ওই মামলায়

এরপর ৩ পাতায়

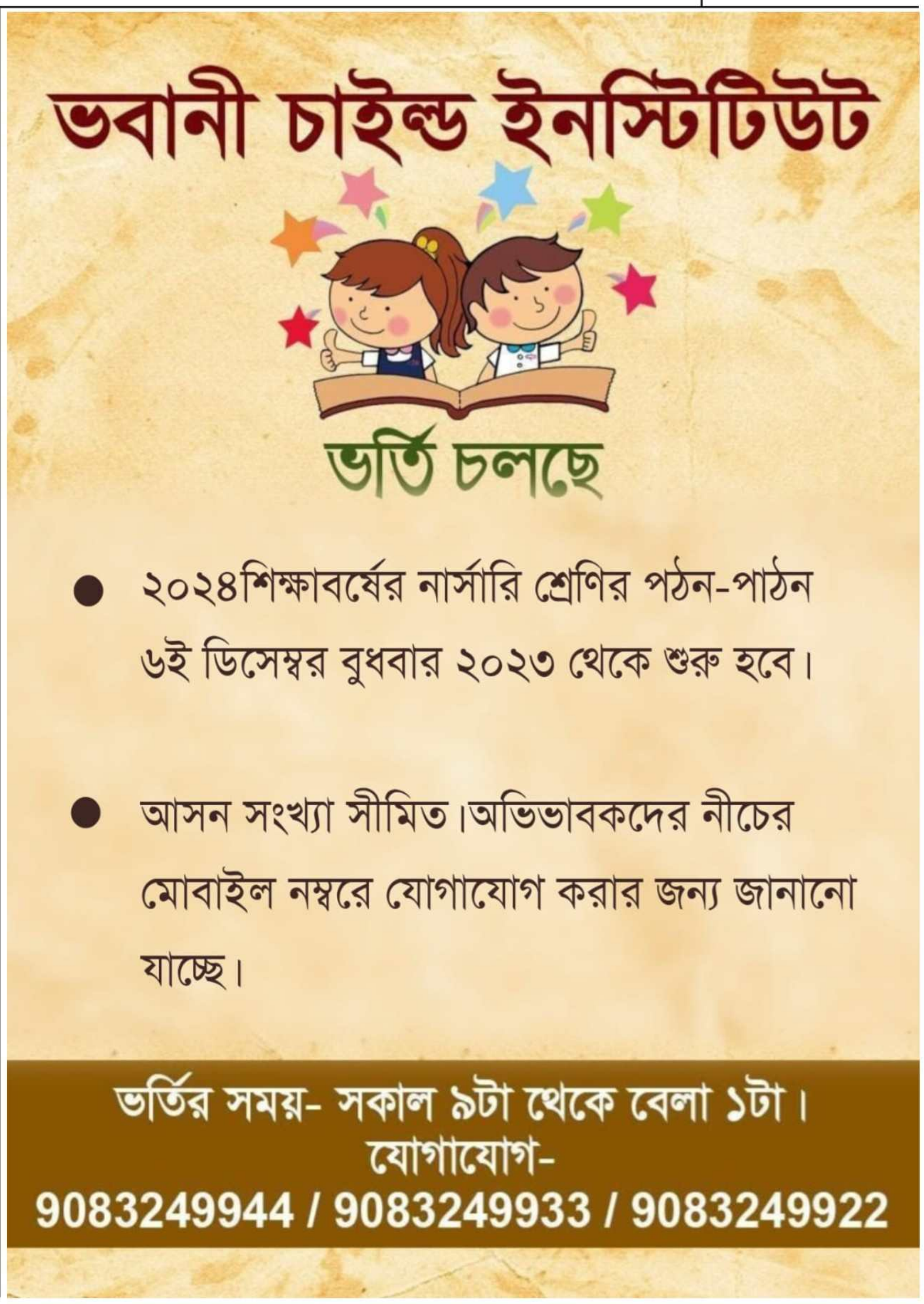

এএসসিআই একাডেমি 'রেসপন্সিবল ইনফ্লুয়েন্সিং ই-লার্নিং কোর্স' চালু করেছে

Kolkata, ৪ঠা এপ্রিল, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : এএসসিআই একাডেমি, অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) এর প্রশিক্ষণ শাখা, 'রেসপন্সিবল ইনফ্লুয়েন্সিং কোর্স' ই-লার্নিং সার্টিফিকেশন চালু করেছে, যা কনটেন্ট নির্মাতাদের এএসসিআই কোড এবং আইন মেনে চলতে এবং প্রভাবশালী বিপণন শিল্পে নৈতিক মান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডিজাইন করা হয়েছে।

ইন্টারেক্টিভ, দুই ঘণ্টার কোর্সটি ২১টি ছোট অংশবিশেষে বিভক্ত যা বিভিন্ন বিষয় কভার করে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রভাবক হিসেবে স্ব-নিয়ন্ত্রণকে আলিঙ্গন করে পরিবর্তনকে রূপ দেওয়া, সত্যতা গ্রহণে স্বচ্ছতার শক্তি, প্রভাবক বিপণনের মূল ধারণাগুলিকে ডিকোড করা, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উদাহরণ সহ এএসসিআই কোড এবং নির্দেশিকাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি প্রদান। এছাড়াও, কোর্সটি নিয়ন্ত্রক এবং প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রয়োজনীয়তা-গুলিকে সম্বোধন করে। কাদের প্রকাশ করা উচিত, কীভাবে এবং কেন প্রকাশ করা উচিত এবং প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলির মতো বিষয়গুলিকে সম্বোধন করার জন্য একটি উতসর্গীকৃত বিভাগ প্রকাশের ক্ষমতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেখানে প্রভাবক আর্কিটাইপস, ব্র্যান্ড এনগেজমেন্ট চেকলিস্ট এবং আরও অনেক কিছুর মতো আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা একটি সামগ্রিক আকর্ষক এবং উত্তেজনাপূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

আজকের ডিজিটাল যুগে, নির্মাতারা ভোক্তাদের উপলব্ধি এবং আচরণ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় অংশীদার করে তোলে। কোর্সটি প্রভাবশালী, বিষয়বস্তু নির্মাতা, এজেন্সি এবং প্রভাবশালী বিপণন বিশেষজ্ঞদের নিয়ন্ত্রক মানগুলি পরিচালনা করার জন্য, শ্রোতা এবং ব্র্যান্ডের বিশ্বাস বজায় রাখতে এবং তারা নৈতিক বিজ্ঞাপনের সঠিক দিকে রয়েছে তা নিশ্চিত করতে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সফলভাবে কোর্স সমাপ্তি এবং মূল্যায়নের পরে, অংশগ্রহণকারীদের 'রেসপনসিবল ইনফ্লুয়েন্সিং সার্টিফিকেট' প্রদান করা হবে। এই শংসাপত্রটি নৈতিক অনুমোদনের অনুশীলন এবং দায়িত্বশীল প্রভাবক নির্দেশিকা মেনে চলার প্রতি তাদের উৎসর্গকে বোঝায়, শিল্পের মধ্যে তাদের পেশাদার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

এএসসিআই-এর সিইও এবং সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর, "অনেক তরুণ এবং নতুন কনটেন্ট নির্মাতাদের সাথে, এটি বিজ্ঞাপন শিল্পের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়। যোগাযোগের এই উত্তেজনাপূর্ণ চ্যানেলে ভোক্তা এবং ব্র্যান্ডের আস্থা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই প্রভাবকদের বিজ্ঞাপনের প্রবিধান এবং কোডের সঠিকদিকে থাকতে সহায়তা করে, যাতে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয় এবং একটি দীর্ঘ ও টেকসই কর্মজীবন লাভ করতে পারে। প্রভাবক এবং কনটেন্ট নির্মাতাদের উপর বর্ধিত তদন্তের সাথে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বিজ্ঞাপনকে ঘিরে থাকা নিয়ম এবং প্রবিধানগুলির সাথে পরিচিতি তৈরি করে। কোর্সটি নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপকে সরল করে, এবং যারা কোর্সটি করেন প্রভাবশালীরা তাদের সমর্থনে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। আমরা আশা করি ব্র্যান্ডগুলো এমন নির্মাতাদের পছন্দ করবে যারা এই কোর্সের মাধ্যমে সৎ প্রভাব বিস্তারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন।"

কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল দুই বছরের ওই শিশুপুত্র,

১৮ ঘণ্টার চেষ্টায় জীবিত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসাধ্য সাধন! পাতালপ্রবেশ করে মৃত্যু দেবতার কালো হাত থেকে দু'বছরের শিশুকে ছিনিয়ে আনলেন উদ্ধারকারীরা! কর্নাটকের লাচেয়ান গ্রামে খেলতে খেলতে ১৬ ফুট গভীর কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল দুই বছরের ওই শিশুপুত্র। একটানা ১৮ ঘণ্টার চেষ্টায় জীবিত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শিশুটি জীবিত থাকলেও তার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্ক স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে একটি মেডিক্যাল টিম। অক্সিজেন-সহ একাধিক জরুরি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকে বাঁচাতে। আগে থেকেই ঘটনাস্থলে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল একটি অ্যাম্বুলেন্সকে। যাতে করে প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়।

উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের কুর্নিশ জানাচ্ছেন শিশুর পরিবার-প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা। বুধবার শিশুটি কুয়োতে পড়ে গেলেও শুরুতে টের পায়নি পরিবার-প্রতিবেশীরা। পরে শিশুপুত্রের কান্নার শব্দে পাওয়া গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দ্রুত খবর দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। এর পর বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে হাজির হয় উদ্ধারকারী দল। বুধবার সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছিল। শিশুকে বাঁচাতে ১৬ ফুটের কুয়োর সমান্তরালভাবে ২১ ফুটের গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতেই ১৮ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার করা গিয়েছে শিশুটিকে। এখন কেমন আছে সে?

পদ্ম শিবিরে দিনে দিনে

গুরুত্ব কমছে সায়ন্তন বসুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একসময়ে পদ্ম শিবিরের যে কোনও মিটিং মিছিলে সামনের সারিতে দেখা যেত তাঁকে। রাহুল সিনহা, দিলীপ ঘোষদের সঙ্গে হাঁটতেন একই মিছিলে। দু'বারের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন দিলীপ ঘোষ এর সভাপতিত্বে। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বসিরহাটের প্রার্থীও হয়েছিলেন। কথা হচ্ছে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুকে নিয়ে।

এবার বসিরহাটে বিজেপির টিকিটে দাঁড়াচ্ছেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী রেখা পাত্র। কিন্তু, তার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও কথা হয়নি বলেই জানাচ্ছেন সায়ন্তন। তবে এদিন তাঁর মুখে বারবার শোনা গেল শাহজাহানের নাম। বলেন, আমি ২০১৯ সালেই বলেছিলাম শাহজাহানরা কী করেন। এখন তো সবাই জানল। এরপরই খানিক খোঁচার সুরেই বলেন, "তবে আরও শাহজাহানরা আছে বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকায়। তাঁদের চিনতে হবে। আমি চিনতাম কারা আছে ওই সব এলাকায়। তাঁদের নিশ্চয় এখন যাঁরা আছেন চিনবে হয়তো।" কিন্তু, এই খোঁচা কাদের উদ্দেশ্যে? প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।যদিও দিলীপ ঘোষের সভাপতিত্ব শেষ হয়েছে অনেক আগেই। নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কাঁধে। তিনিই এখন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এদিকে এখন আর সায়ন্তনকে খুব একটা দেখা যায় না প্রচার অভিযানে। খুব একটা কথাও বলেন না সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। লোকসভা ভোটের মুখে তাঁর গলাতেও অভিমানের সুর। তবে দরাজ প্রশংসা দিলীপ ঘোষের।সাফ বললেন, "দিলীপদার সঙ্গে কথা হয়েছে। যেতে বলেছেন। তাই তাঁর হয়ে প্রচারে যাব। দিলীপদার ওখানে প্রচারে যেতে হবে। সপ্তাহখানেক পড়ে যাব বলে

এরপর ৩ পাতায়

৩৩ জেলা সভাপতির সঙ্গে বিজেএমসির বৈঠক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : স্থানীয় বিজেপি রাজ্য অফিসে ৩৩ জেলা সভাপতি সহ রাজ্য বিজেএমসির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তেলেঙ্গানা বিজেপির সভাপতি এন প্রশান্ত কুমার মিডিয়াকর্মীদের কাছে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে এই সময়ের মধ্যে, বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু, বিজেপি রাজ্য সভাপতি কিষাণ রেড্ডি বৈঠকে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্দেশ দেওয়া হয়ে যে, সমস্ত বিজেএমসি জেলা সভাপতি এবং সমস্ত বিজেএমসি কর্মী রাজ্যগুলিতে সমস্ত প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। এ সময় বিজেএমসির জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজির আনসারি, জাতীয় সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, তেলেঙ্গানা মহিলা সভাপতি সুতাবাই, মহিলা জিএস প্রসন্নকুমারী, রাজ্য সম্পাদক শিবকুমার, রাজ্য জিএস শ্রীনিবাস জি, কোষাধ্যক্ষ মোনাজ কুমার এবং সমস্ত ৩৩ জেলা সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে

দেবকে কটাক্ষ হিরণের, প্রচারে রেললাইন তৈরির প্রতিশ্রুতি

দাসপুর : ৪ এপ্রিল : নিউজ সারাদিন : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে দীপক অধিকারী (দেব) কে কটাক্ষ করলেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ)। বৃহস্পতিবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দাসপুর ২ নম্বর ব্লকে ভোট প্রচারে বেরিয়ে দেবকে নিশানা করেন হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ)। প্রচারে বেরিয়ে তিনি ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকরী করা ও ঘাটাল রেল লাইন তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন। এদিন দাসপুর ২ ব্লকের সোনাখালি সোনামুই, গৌরা, দুধকোমরা, জগন্নাথপুর, শ্রীপুর, কাশিনাথপুর তিওড়বেড়িয়া খুকুড়দহ সহ বিভিন্ন এলাকায় তিনি প্রচার করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন ঘাটালের সাংসদ দশ বছর এলাকায় কিছুই করেননি। যার ফলে ঘাটাল সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে বন্যার দুর্ভোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। দাসপুর ঘাটাল এলাকার বহু রাস্তা চলার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। দাসপুর এবং ঘাটাল ব্লকের বহু মানুষকে এখনো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঠের বা বাঁশের সাঁকো পারাপার করে যাতায়াত করতে হয়। এদিন বিজেপি প্রার্থী হিরণ বিভিন্ন এলাকায় মহিলা বেকার যুবক যুবতীদের সাথে কথা বলেন। শোনেন তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা। দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের শিক্ষিত যুবকেরা কেউ সোনার কাজ, রাজমিস্ত্রি, ফুলের কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের চাকরি হয়নি। প্রচারে গিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেন হিরন। ভোটে জেতার পর আপনাকে দেখা যাবে তো এলাকায় এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে হিরন বলেন, আমি বর্তমানে খড়্গাপুরের বিধায়ক। বিধায়ক ও কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই খড়্গাপুরের মানুষের সঙ্গে আছি। সাধারণ মানুষের জন্য ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। ওখানকার মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি ঘাটালে জিতলে ঘাটালের মানুষের জন্য এখানে থেকেই কাজ করব। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনে জেতার পর আমার কাজ হবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকরী করা। ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ঘাটাল রেললাইন সেই কাজ আমরা দ্রুততার সঙ্গে শুরু করব। বিদ্যাসাগরের নামে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি করবার প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় । এদিন দুধকোমরা, শ্রীপুর গ্রামের শিব এবং শীতলা কালি মন্দিরে পুজো দেন তিনি। এদিন হিরনকে দেখবার জন্য উৎসুক জনতার ভিড় জমে রাস্তার দুই ধারে। এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বি জে পি ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তপন মাইতি, তপন দত্ত, প্রশান্ত বেরা দাসপুর দুই মন্ডল সভাপতি শান্তনু সরদার সহ অন্যান্যরা।

ক্যান্সারের জন্য ভারতে উদ্ভাবিত

জিন চিকিৎসার সূচনা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ০৪ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ আইআইটি বম্বেতে ক্যান্সারের জন্য ভারতের প্রথম দেশীয় পদ্ধতিতে জিন চিকিৎসার সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে প্রথম এই জিন চিকিৎসার সূচনা হওয়ায় ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আমাদের

এরপর ৩ পাতায়

দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায়

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আইএসএফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুঙ্কার দিয়েছিলেন নওশাদ সিদ্দিকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তাঁর ভোটে লড়া হল না। দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আইএসএফ।এবারে ব্যারাকপুরও হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। কারণ এই কেন্দ্রে এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে পার্থ ভৌমিককে আবার বিজেপি প্রার্থী করেছে অর্জুন সিংকে। একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই যাকে বলে। তার মধ্যে আবার বামেদের সঙ্গে সমঝোতার পথে না হেঁটে একক লড়াইয়ের পথে হেঁটেছে আই এস এফ।ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী হচ্ছে মজনু লস্কর।এছাড়াও আরও চারটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তারা। যাদবপুর, বালুরঘাট, উলুবেড়িয়া এবং ব্যারাকপুর কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সব কটিই হেভিওয়েট কেন্দ্র। বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনায় দেরি হওয়ার কারণেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিলম্ব।

নওশাদ সিদ্দিকি অনেকদিন আগেই হুঙ্কার দিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে চান। বারবার এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হল তাঁকে। আইএসএফ তাঁর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে মজনু লস্করকে। কোনও ভাবেই তাঁকে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে প্রার্থী হতে দেয়নি দল।

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হলে নওশাদকে অবধারিত হার স্বীকার করতে হবে এই আশঙ্কা করেই কি তবে ঝুঁকি নেয়নি আইএসএফ। যদিও বিজেপিও এখনও ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। প্রথমে বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতার পথে হেঁটেছিল আইএসএফ। কিন্তু দফায় দফায় আলোচনাতেই মেলেনি সমাধান। অবশেষে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করে তাঁরা।

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রই শুধু নয় যাদবপুরের মতো হেভিওয়েট কেন্দ্রেও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে আইএসএফ। যাদবপুর কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী করেছে আইনজীবী নূর আলম খানকে। যাদবপুর কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী ঘোষণা করায় ভোট ভাগ হয়ে যেতে পারে বামেদের এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। বালুরঘাটে সুকান্ত মজুমদারের বিপরীতে ওঝঋ প্রার্থী করেছে ডঃ মোজাম্মেল হককে। অন্যদিকে আবার উলুবেড়িয়ায় প্রার্থী করা হয়েছে মফিকুল ইসলামকে আর ব্যারাকপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে জামিল হোসেনকে।

আপনি কীভাবে অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছেন তা আমার জানা আছে: অভিজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তমলুক থেকে বিজেপির টিকিটে লড়বেন অভিজিত। সম্প্রতি বিচারপতির আসন ত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই হেভিওয়েট এই বিজেপি প্রার্থীকে 'ওয়াই' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্র।ভরা এজলাসে সরাসরি বিচারপতিকে এই প্রশ্ন করায় রীতিমতো থ হয়ে যান সকলে। যদিও এজির কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "না, এ কথা ঠিক নয়।" তবে চুপ করে থাকেন নি বিচারপতিও। এখানেই থামেন নি তিনি। পাল্টা এজিকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আপনি কীভাবে অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছেন তা আমার জানা আছে। আগে তো একবার আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার ফিরে এসেছেন। কিছুদিন আগে এই নজিরবিহীন ঘটনাই ঘটেছিল মেডিকেলে ভর্তি মামলার শুনানিতে।সব মিলিয়ে চর্চার শিরোনামে এখন প্রাক্তন জাস্টিস।

তমলুক থেকে তৃণমূলের প্রতীকে লড়বেন তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। প্রতিপক্ষকে হারাতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। ওদিকে অভিজিত রাজনীতিতে নবীন হলেও কোনো ইস্যুতেই শাসকদলকে বিঁধতে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করছেন না তিনি। সর্বদাই ঝাঁঝালো বিজেপির অভিজিত গাঙ্গুলি। একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে বর্তমানে তিনি লাইমলাইটে। যেই বিজেপি নেতা এখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ শানাতে ওস্তাদ কিছুদিন আগে বিচারপতি থাকাকালীন সেই অভিজিতই বলেছিলেন তিনি বিজেপিতে যোগদান করছেন না।

তিনমাস আগের ঘটনা। সেই সময় বিচারপতিরে আসন 'অলংকৃত' করে ছিলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। গত জানুয়ারি মাসে রাজ্যে মেডিকেলে ভর্তি মামলার শুনানি চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে ততকালীন জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। যেই মামলা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় হয়েছিল। জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি চলাকালীনই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেছিলেন, আপনার ব্যাপারে আমার কাছে একটি সুনির্দিষ্ট খবর রয়েছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, কী খবর? উত্তরে রাজ্যের এজি বলেন, আপনি আসন্ন লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে প্রার্থী হতে চলেছেন।

১-ম পাতার পর

ঝাড়গ্রামে অভিষেক

অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া অনুপস্থিত হওয়া যাবে না। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সোরেনের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রচারের কাজ। প্রায় এক মাস ধরে চলছে প্রচার। প্রচার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দেওয়াল লিখন, বাড়ি বাড়ি প্রচার, কর্মীসভা। ছোট গ্রাম ভিত্তিক জনসংযোগ চলছে। এখনো কোন বড় সভা, মিছিল হয়নি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দলের নির্দেশেই এখন কোন বড় কর্মসুচি নেওয়া হয় নি কৌশল গত কারণে। প্রচারের টেম্পো যাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরে রাখা যায় সেই জন্য এই ধীরে প্রচার নীতি। জানা গিয়েছে, পনেরো এপ্রিলের পর জোরদার প্রচার শুরু হবে। বৃহস্পতিবারের গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক থেকে সাংসদ এই সব বিষয়গুলি নিয়ে নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের বিশেষ বার্তা দেবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আগেরবারের জেতা এই আসন হাত ছাড়া হয় তৃণমূলের। কিন্তু তারপরে ব্যাপকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রামের চারটি আসনই দখল করেছে তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ বিজেপি। এমনকি পুর ভোটেও ধরাশায়ী পদ্ম শিবির। আর এই সাফল্যের পর তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে বিরোধী শিবিরগুলির থেকে। এর সাথে রয়েছে কুড়মি সংগঠনগুলির মধ্যে ফাটল। এবার কুড়মি সমর্থিত দুই প্রার্থী এই কেন্দ্রে। ৫ এপ্রিল ঘাঘরঘেরা কমিটির সমাবেশের পর বোঝা যাবে তারা কি অবস্থান নিচ্ছে। আর এই আবহ তৃণমূল প্রার্থীর অনেকটাই পক্ষে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আর তাই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বার্তা দেবেন বা কি কৌশল অবলম্বন করার কথা বলবেন সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনের তৃণমূল নেতৃত্ব।

১-ম পাতার পর

অভিজিত নাম না-করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে-র বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে তাঁকে তিহার জেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যে অনেক মানুষের চাকরি গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভোট প্রচারে সরব হয়েছেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী-সহ দলের অন্য নেতারা।নিজের প্রচারে বেরিয়ে এ বার তার জবাব দিলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূল সরকার যোগ্য লেকেদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করে অযোগ্যদের কাছে টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন বিচারপতি।বুধবার অভিজিতের ভোট প্রচার ছিল তমলুক শহরে। এ দিন তমলুক শহরের রাধাবল্লভপুর বাজার, জেলখানা মোড় এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি জনসংযোগ করেন। বানপুকুরে বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরার শহিদস্থলে তাঁর মূর্তিতে ও জেলা আদালত ভবনের সামনে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নির্দেশের সমালোচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে অভিজিত পাল্টা অভিযোগ করেন, ''উনি (দেবাংশু ভট্টাচার্য) হয়তো এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তাই এ রকম বলছেন। ওরা যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেননি। অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই চাকরিটা বেচেছেন। সেই অযোগ্যদের প্রতি এই সব লোকের দরদ বেশি। কিন্তু যে যোগ্য প্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছেন, তাঁদের প্রতি দরদ নেই। কারণ, তাঁরা তো টাকা দেয়নি।'' সেই সঙ্গে অভিজিতের মন্তব্য, "আমি এটা আটকেছিলাম, যখন আমি আদালতে ছিলাম। যখন ওরা মিথ্যা বলছে বলে আমার কানে এল, তখন পাল্টা বুঝিয়ে দেব যে, ওরা অযোগ্য প্রার্থীদের প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।"

মঙ্গলবার নন্দকুমারে ভোট প্রচারে গিয়ে দলীয় কর্মিসভায় অভিজিত নাম না-করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে-র বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে তাঁকে তিহার জেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বুধবার অভিজিত ফের দাবি করেন,"আমি কারও নাম করে বলিনি। ওখানকার যিনি বিধায়ক তিনি শুধু দুর্নীতি নয়, সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়েছি । কারণ, সন্ত্রাসের প্রতিষেধক আমাদের জানা আছে। দ্বিতীয়ত তিনি যে সব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তার অনেকগুলোর খবর ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। এই দুর্নীতির জন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।"

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুড়ঙ্গ খননের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এসজেভিএন - এর পাটনা আইআইটি-র সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুড়ঙ্গ খননের কাজে কম সময় এবং অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যে এসজেভিএন লিমিটেড পাটনা আইআইটি-র সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে, বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক তথ্য ব্যবহার করে সুড়ঙ্গ খননের কাজে নানাবিধ ঝুঁকি এড়ানো যাবে। এছাড়াও, সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ভূ-কারিগরি তথ্যকেও কাজে লাগানো হবে। এসজেভিএন-এর চেয়ার পার্সন এবং ম্যানেজিং ডায়রেক্টর শ্রীমতী গীতা কাপুর জানান, বিভিন্ন ধরনের মাটি সংক্রান্ত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে অত্যাধুনিক এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হবে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক সমীক্ষা এবং খনন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে। নতুন দিল্লিতে ২ এপ্রিল সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের সময় এসজেভিএন এবং পাটনা আইআইটি-র শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

২ পাতার পর

ক্যান্সারের জন্য ভারতে উদ্ভাবিত জিন চিকিৎসার সূচনা রাষ্ট্রপতির

লড়াই আরও শক্তিশালী হ'ল। এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় সিএআরটি সেল থেরাপি সহজে পাওয়া যাবে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। এই ব্যবস্থা সফল হবে এবং অগুন্তি রোগীকে নতুন জীবন দেবে বলেও রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নত দেশগুলিতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা কয়েক বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। তবে, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ রোগীর ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভারতে আজ যে সিএআরটি সেল থেরাপির সূচনা হ'ল, তা বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ ও আত্মনির্ভর ভারতের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ভারতে প্রথম সিএআরটি সেল থেরাপি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি বম্বে ও টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ইমিউনো অ্যাক্ট। শ্রীমতী মুর্মু বলেন, এই কাজ আরও অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আইআইটি বম্বে শুধুমাত্র ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে পরিচিত। প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আইআইটি বম্বের বিশেষ স্থান রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আইআইটি বম্বে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। ভারত সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই বিপ্লব থেকে উপকৃত হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

১-ম পাতার পর

কোচবিহারে একই দিনে মমতা-মোদির সভা হয়ে গেল

প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক ও মনোজ টিগ্গার সমর্থনে প্রচারসভা থেকে নিজেই তার জবাব দিলেন মোদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দিদি' সম্বোধন করে বললেন, "২০১৯ সালে যখন আমি এই ময়দানে প্রচার করতে এসেছিলাম, তখন এখানে মাঝখানে একটা বড় মঞ্চ বানিয়ে ময়দানের জায়গা ছোট করে দিয়েছিলেন, যাতে মোদীর কথা কেউ শুনতে না পারে। সেদিন আমি মমতাদিদিকে বলেছিলাম, 'দিদি আপনি এটা করে ভুল করলেন, মানুষ জবাব দেবে, সেটাই হয়েছে।' কিন্তু আজ মমতাদিদি সেরকম কিছুই করেননি। ময়দান ছেড়ে দিয়েছেন। আপনাদের সকলের মুখ আজ আমি দেখতে পারছি। বাংলার জনগণের মুখ দেখার জন্য কোনও বাধা না দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।"

১-ম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শিরোনামে উঠে এল ভোট পরবর্তী হিংসা কাণ্ড

অতীত খতিয়ে দেখতে চাইছে বলে খবর।

বুধবার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর থেকে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে যেখানে যতগুলি হিংসার ঘটনা সামনে এসেছিল, সেই বিষয়ে জানাতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যে সকল বুথে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি এজেন্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছিল কিংবা যেখানে ঠিকঠাকভাবে ভোটগ্রহণ হয়নি সেই বুথগুলির নামও চাওয়া হয়েছে।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে হিংসার চিত্র ফুটে উঠেছিল। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে দাবি করা হয়, সেই সময় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দিকটি কমিশনের অধীন ছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। তবে বিরোধীদের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়। সেই দাবি মেনে নেয় কলকাতা হাই কোর্ট। এসবের মাঝেই ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার তদন্তকার্য চলছে। তবে বাংলায় তদন্ত প্রক্রিয়া বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই। মামলার সাক্ষী, আইনজীবীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। যে কারণে সাক্ষীরা পিছিয়ে আসছেন। আইনজীবীরা মামলা নিতে চাইছেন না। যে কারণে মামলার শুনানি অন্য রাজ্যে নেওয়ার দাবিও উঠতে শুরু করেছে। এসবের মাঝেই এবার সামনে এল সিবিআই নোটিশের খবর।

২ পাতার পর

পদ্ম শিবিরে দিনে দিনে গুরুত্ব কমছে সায়ন্তন বসুর

জানিয়েছি। এ রাজ্যে দলকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কারিগর দিলীপদা। দিলীপদা সভাপতি হওয়ার আগে বাবুল সুপ্রিয়োর সাংসদ পদ ছাড়া আমরা জিতিনি। আর শমীক ভট্টাচার্য নিজের জোরে বাই-ইলেকশনে জিতেছিলেন।" তবে খানিক অভিমানের সুরে আরও বললেন, "প্রো অ্যাক্টিভ থাকব না। কারণ দায়িত্ব নেই। বললে যাব।" প্রচারের জন্য শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদার কিছু বলেনি? সরাসরি উত্তর না দিয়ে খানিক এড়িয়ে বললেন, "এখন কথা না হলেও ভোট ঘোষণার আগে হয়েছিল। আর ভোট ঘোষণার পর প্রার্থীরাই ঠিক করেন কে কোথায় প্রচারে যাবেন।" তবে কর্মীদের সঙ্গে একটা মিস কমিউনিকেশন আছে। মানছেন সায়ন্তন। কর্মীদের ফের মাঠে নামাতে হবে। বারবার বললেন এই কথাটি। তাঁর দাবি, বিজেপির সমস্ত কর্মীরা নামলে তৃণমূল জিততে পারবে না।এদিকে বঙ্গ আঙিনায় পদ্ম ফোটার সময় থেকেই দলের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। কার্যত পোড় খাওয়া নেতা। কিন্তু, তার অভিজ্ঞতাকে কে দল কাজে লাগাতে চায় না? সায়ন্তনের উত্তর, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে কী সে নিয়ে আমার কী বলার আছে। আমি আমার বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। প্রয়োজন পড়লে আবার বিতর্কিত মন্তব্য করব। একইসঙ্গে আরও বলেন, "এখন লেখালেখির কাজ করছিলাম বলে সময় একটু কম দিয়েছি। আমি মনে করি না আমি কাজের মধ্যে নেই। নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তরা দূরে সরিয়ে দিয়েছে কিনা যাঁরা দায়িত্বে আছে তাঁরা বলতে পারবেন। এই ব্যাপারে আমার বলাটা ঠিক হবে না।"

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী খাম্বাত উপসাগরে একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে গুরুতর আহত নাবিককে উদ্ধার করেছে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় উপকূলরক্ষী স্টেশন পিপাভাব ৩ এপ্রিল ২০২৪-এ খাম্বাত উপসাগরের উপকূল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পুষ্কররাজ নামে একটি ভারতীয় মাছ ধরার নৌকা থেকে ৩৭ বছর বয়সী একজন গুরুতর আহত রোগীকে উদ্ধার করেছে। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে মেরিটাইম রেসকিউ সাব সেন্টার পিপাভাব আইসিজি উদ্ধারকারী নৌকা সি৪০৯-কে সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

উদ্ধারকারী নৌকাটি ঘটনাস্থলে পৌঁছাবার পর আইএফবি-র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং জানায় যে ওই মৎস্যজীবীর বাঁ পায়ের হাড় ভেঙেছে এবং তার গোড়ালি খুলে গেছে। উদ্ধারকারী নৌকাটি নিরাপদেই ওই মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আইসিজি-র চিকিৎসক দল। পরে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে আরও চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকারি হাসপাতালে।

ডিপিসিও ২০১৩ অনুযায়ী

পাইকারি মূল্যসূচকের বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য বাড়ানো যায় না, ওষুধ প্রস্তুতকারকরা চাইলে তাদের ওষুধের দামে এই সামান্য বৃদ্ধি নাও ঘটাতে পারেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংবাদমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওষুধের দাম চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে চলেছে। ৫০০টিরও বেশি ওষুধের দাম নাকি বাড়বে। এই ধরনের প্রতিবেদন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং অসৎ উদ্দেশ্যবাহী।

ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারস (ডিপিসিও) ২০১৩-র সংস্থান অনুসারে ওষুধগুলিকে তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বহির্ভূত - এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেসব ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী ডিপিসিও ২০১৩-র প্রথম সিডিউলে উল্লেখ করা আছে, সেগুলিকে তালিকাভুক্ত ওষুধ বলা হয়। যেগুলির প্রস্তুতপ্রণালী এতে নেই, সেগুলি হল তালিকা-বহির্ভূত ওষুধ। পাইকারি মূল্যসূচকের উপর ভিত্তি করে ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসিউটিক্যালসের অধীন ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি - এনপিপিএ প্রতি বছর তালিকাভুক্ত ওষুধগুলির সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করে। এগুলি হল অত্যাবশ্যক ওষুধ। ২০১১-১২ সালকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ধরে ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে পাইকারি মূল্যসূচক ০.০০৫৫১% বেড়েছে বলে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার দপ্তর - ডিপিআইআইটি জানিয়েছে। সেই মতো ২০.০৩.২০২৪ তারিখে এনপিপিএ-র বৈঠকে তালিকাভুক্ত ওষুধগুলির সর্বোচ্চ দাম ০.০০৫৫১% বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তালিকাভুক্ত ৯২৩টি ওষুধের মধ্যে ৭৮২টি ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত এগুলির দাম একই থাকবে। ৫৪টি ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য ১ পয়সা বেড়েছে। বর্তমানে এগুলির সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৯০ থেকে ২৬১ টাকার মধ্যে। ওষুধ প্রস্তুতকারকরা চাইলে এই সামান্য বৃদ্ধি নাও ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ওষুধের সর্বোচ্চ দামের প্রায় কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না।

ওষুধের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য এনপিপিএ-র বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ দামের মধ্যে থাকতে হবে। পরিবর্তিত দাম কার্যকর হয়েছে চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে। এনপিপিএ-র ওয়েবসাইট http://www.nppaindia.nic.in.-তে এসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

তালিকা-বহির্ভূত ওষুধগুলির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো দাম ঠিক করতে পারেন। তবে, আগের ১২ মাসে যে দাম ছিল, তার ১০ শতাংশের বেশি সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য বাড়ানো যাবে না।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৯৩ সংখ্যা ০৫ এপ্রিল, ২০২৪ শুক্রবার ২২ চৈত্র, ১৪৩০

আমাদের দলে ও ছিল আপদ, বিজেপিতে আজ হয়েছে সম্পদ : মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একসময় তৃণমূলের সদস্য ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। বর্তমানে শুধু বিজেপি নেতাই নন, দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি। ২৪-এর নির্বাচনে আবারও কোচবিহার কেন্দ্র থেকে টিকিট পেয়েছেন তিনি। সেই কোচবিহারে গিয়ে নাম না করে সেই বিজেপি প্রার্থীকেই নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উল্লেখ্য, ভোট আবহে কয়েকদিন আগেই উদয়ন গুহর সঙ্গে নিশীথ প্রামাণিকের দ্বন্দ্ব একেবারে প্রকাশ্যে চলে আসে। রাস্তায় কার্যত হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় রাজ্যের মন্ত্রী ও কেন্দ্রের মন্ত্রীর মধ্যে।

বিজেপি নেত্রী ফালগুনি পাত্র এই প্রসঙ্গে বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী নিজেও পুলিশমন্ত্রী। এত কেস যদি থাকে তো উনি পুলিশের কাছে না গিয়ে, কোর্টে না গিয়ে, নথি দেখানোর কথা বলছেন কেন? তবে কি তৃণমূলে থাকতে ওঁকে দিয়ে কিছু করানো হয়েছিল, সে কথা বলছেন?”তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বাসুনিয়ার প্রচারে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙায় এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন মমতা। সেখান থেকে নাম না করে মমতা বলেন, “আমাদের দলে ও ছিল আপদ। বিজেপিতে আজ হয়েছে সম্পদ।”

এদিন মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, “আপনাদের একজন বাবু আছে। যাঁর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস। আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।” তিনি আরও বলেন, “৪-৫ গাড়ি পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি কেন্দ্রের পুলিশের টুপিও নাকি পরে। ভিডিয়োটা চেয়েছি।” কয়েকদিন আগে উদয়ন গুহকে আক্রমণ করেছে। নিশীথ প্রামাণিককে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, বলব তোমার বিরুদ্ধে কী কী কেস আছে। আমি সব দিয়ে দেব লোকাল লিডারদের কাছে। সব নথিভুক্ত করা আছে।নিশীথকে নিশান করে মমতা বলেন, “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে দেশের লজ্জা, দেশের কলঙ্ক। তোমাদের আর রাজবংশী লোক ছিল না? আর ভাল লোক আর ছিল না?” মমতার কথায়, নিশীথ মন্ত্রী হয়ে শুধুই রাজার মতো থাকছে আর নিজের উন্নয়ন করছে। কোচবিহারের কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের শাসকদলের নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত

রাজ্যের শাসকদলের নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত। সন্দেশখালি নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'এক শতাংশ অভিযোগ সত্য হলেও লজ্জার বিষয়।'সিবিআইকেই আক্রমণ করেন রাজ্যের এজি। তিনি বলেন, 'আমি বলছি না সন্দেশখালিতে কোনও ঘটনা ঘটেনি। কী হয়েছে, সেটাই দেখতে হবে। প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল এত কথা বলছেন। তিনি বলবেন সাধারণ মানুষ হিসাবে বলছেন না কি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে? শাহজাহান যদি এতই হিংস্র হয়, তবে কি ইডি তল্লাশি করতে গেলে প্রচুর লোক বেরিয়ে আসে? এটা বিশ্বাসযোগ্য? বাইরে হয়তো আমার অনেক সমালোচনা হবে, কিন্তু বলতে হবে সিবিআই তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে খাঁচার তোতাপাখি। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রমণাও একই কথা বলেছিলেন।'

তবে শুনানি শেষ হলেও বৃহস্পতিবার রায়দান স্থগিত রেখেছে উচ্চ আদালত।বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে।এই ঘটনায় দায়ের হওয়া মোট পাঁচটি জনস্বার্থ মামলা একত্রে শোনে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতে সওয়াল করে ইডির আইনজীবী আর্জি জানান, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব এফআইআর এবং চার্জশিটের কপি দেওয়া হোক। হাই কোর্ট জানায়, রাজ্য জানিয়েছে ৪০টির বেশি এফআইআর হয়েছে। তবে এখনই ইডির হাতে সেগুলো দেওয়ায় আপত্তি রয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন সেগুলি আদালতে জমা দিতে হবে। আদালত খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে।এক জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী আর্জি জানান যে, এই মামলায় সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। নিরাপত্তার কারণে কোনও মহিলা সাক্ষী দেওয়ার জন্য আদালতে এগিয়ে আসেননি বলে দাবি করেন তিনি। আর এক মামলাকারীর আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল বলন, 'অনেক মহিলা লিখতে, পড়তে পারেন না। তাঁরা কী ভাবে সাক্ষী দেবেন? সেখান থেকে অনেক অভিযোগ এসেছে। আমি তাঁদের অনেককে আদালতে নিয়ে এসেছি। আর রাজ্য বলছে কিছুই হয়নি। আমি হলফনামায় ওই সব তথ্য জানিয়েছি। নিরাপত্তা না দিলে তাঁদের হুমকি দেওয়া হবে।''সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর শাহজাহানের আইনজীবীর উদ্দেশে কড়া সুরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এক জন অভিযুক্তের হয়ে আপনি সওয়াল করছেন। প্রথমে নিজের চারপাশের ছায়া থেকে মুক্ত হন। তার পরে অন্যের অভিযোগ নিয়ে কথা বলবেন। হলফনামার একটি অভিযোগও যদি সত্যি হয়, সেটাও লজ্জাজনক।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'সরকার বলে এখানে মহিলারা নিরাপদে রয়েছেন। একটি হলফনামার একটি অভিযোগ প্রমাণিত হলেই তো ওই সব দাবি অসত্য হয়ে যাবে।'

এখানেই থামেননি প্রধান বিচারপতি। শাহজাহানের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, '৪০ দিন ধরে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। লুকোচুরি খেললেন। তার পরেও নিজের অবস্থান অস্পষ্ট করেননি। আপনার চোখ বন্ধ রাখছেন বলে সারা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই।'আর এক আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত করানো হোক। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে রাজ্যের বাইরে কোনও অফিসারকে মাথায় রাখা হোক। মণিপুরের মতো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হোক। নির্যাতিত মহিলাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) বলেন, 'গত পঞ্চায়েত ভোটে দেখেছি প্রচুর জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। নির্দেশও আসে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যায়। কিন্তু যখন ইলেকশন পিটিশন করতে বলা হয়, তখন কেউ আর থাকে না। আসলে সবই কুমিরের কান্না। তার পরে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় প্রচুর অভিযোগ এসেছে। সিবিআই তদন্ত হয়। কিন্তু এখন কতগুলো অভিযোগ বেঁচে রয়েছে? আদালত চাইলে সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট চেয়ে দেখতে পারে।'

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যখন রাম মন্দির নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলছে আমি তখন সবে সাংবাদিকতা শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ে,রাম মন্দির সম্পর্কে জানার আমার মনের ইচ্ছা জেগে উঠলো আর সেই সময় আমি পৌছালাম অযোধ্যা।আমার জায়ার আগে থেকেই হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে ১৯৯২ সাল থেকে, যখন এক দল হিন্দু জনতা বাবরি মসজিদ নামে ষোড়শ শতকের একটি মুসলিম ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদ-বিরোধীরা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, হানাদাররা একটি মন্দির ধ্বংস করে তার ধংসস্তূপের উপর এই মসজিদটি খাড়া করেছিল। ১৯৯২ সালে এই মসজিদটির ধ্বংসসাধন দেশ জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন। সেই থেকেই হিন্দুদের তরফে মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রামজন্মভূমি মন্দির বানানোর দাবি উঠতে থাকে আর মুসলিমরা বাবরি মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি জানায়।তবে এই জমিটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং উত্তেজনা আরও অনেক আগে থেকেই ছিল, বস্তুত কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিতর্কিত জমিটি ঘিরে সাম্প্রদায়িক গোলমালের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৮৫৩ সালের, যখন অবধ-এর শাসক ছিলেন শাহ।তবে আমি রাম মন্দির দেকে নিজেকে যতোটুকু দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমার লেখায় প্রকাশ পাবে।

হিন্দু তীর্থস্থান বানারস থেকে ১৯০ কি.মি. দূরে অযোধ্যা। লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৫ কি.মি। বানারস থেকে বাসে অযোধ্যা পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কলকাতার হাওড়া থেকে রাতের দুন এক্সপ্রেস সকালে পৌঁছে বানারসে। সেই ট্রেনই অযোধ্যা পৌঁছে দেয়। অযোধ্যায় যদি কেউ রাত কাটাতে চান তাহলে উত্তর প্রদেশ পর্যটন বিভাগের বাংলোতে ওঠাই ভালো। এটি অযোধ্যা স্টেশন রোডে অবস্থিত। অযোধ্যা শহরে কখনও একা যাওয়া ঠিক নয়, এক সঙ্গে দু'জন কিংবা আরও বেশি যাওয়াই নিরাপদ। একা পেয়ে সন্ন্যাসী ও সাধুরা কখন যে কোন বিপদে ফেলে দেবে তা বলা মুশকিল। আমার কাজে দুই হাজার আট কি নয় সালে পৌছালাম ফৈজাবাদ। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম। ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার।পরদিন সকালেই ছুটলাম অযোধ্যা দেখতে। সাধারণ মানুষের কথায় জানলাম, ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম এই অযোধ্যা নগরীতেই।এই নগর নির্মাণ করেছিলেন দেবতারা। সূর্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। মিনিবাস চালক আমাকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছে। নির্জন স্টেশন। গৃহস্থ মানুষ চোখে পড়েনি একজনও, শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। স্টেশনের কাছেই প্রাচীন একটি মন্দির। বেশকিছু হনুমানও দেখলাম। একজন এসে বললো, জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখবেন, হনুমান ও বানরের উৎপাত রয়েছে। স্টেশন থেকে অযোধ্যা শহরে যাবার জন্য রয়েছে অটোরিকশা ও টাঙা। হেঁটেও যাওয়া যায়। এই অযোধ্যায় স্টেশনের কাছেই নির্জন পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে উত্তর প্রদেশ পর্যটনের পর্যটন আবাসন এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুম। খাবারের জন্য প্রচুর হোটেল থাকলেও এ শহরে মাছ-মাংস একদম চলে না। পেঁয়াজ ছাড়া সবজি রান্না হয়।শহরে সাধারণ বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু আছে সবই মন্দির ও আখড়া। এ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৮ হাজার। মন্দির দেখতে দেখতে মনে হলো, এ যেন মন্দিরের শহর। গাইডের মুখে শুনলাম, শুধু হিন্দুদের মন্দিরই নয়, আছে জৈন এবং বৌদ্ধদের মন্দিরও। বেশ কিছু মসজিদ থাকলেও দেখে মনে হয়, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জৈনদের ২৬ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে পাঁচজন এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম আদিনাথ। বুদ্ধদেব এই অযোধ্যায় ১৫টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাকাণ্ডে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এই অযোধ্যায়। যা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এখানে দেখা সবকিছু শেষ হলো না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বিশাল বিশাল বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে লেখা আছে রাম জন্মভূমি। দেখে মনে হলো লোকটি গাইড, গাইড জানালেন, অনেকেই দাবি করেন এখানেই রামের জন্মভূমি। তবে কোন বাড়িতে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে রামকোর্টের বিতর্কিত অঞ্চলটি রাম জন্মভূমি বলে পরিচিত। তবেই এখানকার মন্দির বা মসজিদে দেখলাম কয়েকটি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মানুষের কাছে পৌঁছতে আরও বেশি সমাজমাধ্যম ব্যবহারের উপরে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মানুষের কাছে পৌঁছতে আরও বেশি সমাজমাধ্যম ব্যবহারের উপরে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ সকালে উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল, ফতেপুর সিক্রি, ফিরোজাবাদ, হাথরস, আগরা - সব মিলিয়ে দশটি লোকসভা কেন্দ্রের ২২,৬৪৮ জন বুথকর্মীর সঙ্গে 'নমো' অ্যাপের মাধ্যমে আলাপচারিতা করেন মোদী। গত দশ বছরে সরকার যে জনকল্যাণের নীতি নিয়ে এগিয়েছে, সেই সরকারি সুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে সমাজমাধ্যমে আরও বেশি করে প্রচার করতে বলেছেন মোদী, যাতে প্রান্তিক মানুষ পর্যন্ত সেই প্রচার পৌঁছতে পারে। মোদীর কথায়, "সরকারি সুবিধার বিষয়ে জানাতে আরও বেশি করে সমাজমাধ্যমকে ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে মানুষ আরও বেশি করে সরকারের কাজের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়।"

কী ভাবে কোনও বুথকে শক্তিশালী করা যায়, কী ভাবে বুথে বুথে দলীয় প্রার্থীকে জেতানো যায়, সে বিষয়ে দলের বর্ষীয়ান কর্মীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার বিষয়টিতে জোর দেন মোদী। উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসনের প্রশংসাও করেন।

উত্তরপ্রদেশের ওই দশটি আসনে তৃতীয় দফায় ভোট হওয়ার কথা রয়েছে আগামী ৭ মে। প্রধানমন্ত্রী এ দিন বলেন, "সবচেয়ে বেশি খাটতে হবে ভোটের দিন। গরম সত্ত্বেও আমজনতা যাতে ভোট দিতে আসেন, তা নিশ্চিত করতে হবে বুথকর্মীদের।" গরমের হাত থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোটারদের ভোট দিতে উতসাহিত করার জন্য বুথকর্মীদের পরামর্শ দেন তিনি। বিজেপির মতো ক্যাডারভিত্তিক দল বরাবরই বুথকে শক্তিশালী করার উপরে জোর দেয়। গত প্রায় দু'বছর ধরে গোটা দেশে বুথ পর্যায়ে দলের শক্তি বাড়াতে সক্রিয় ছিল বিজেপি। আজ মোদী তাঁর বক্তৃতায় মহিলাদের ভোটদানে উতসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে বুথ পর্যায়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির উপরে জোর দেন। মূলত আরও বেশি করে মহিলাদের কাছে পৌঁছতে এবং বিজেপি ও সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করার লক্ষ্যেই ওই গ্রুপগুলি তৈরির পরামর্শ দেন তিনি। এ ছাড়াও তিনি বুথকর্মীদের বলেন, নতুন ভোটারদের ভোটদানে উতসাহিত করার পাশাপাশি ইউপিএ আমলের দুর্নীতি ও পরিবারবাদের রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁদের অবহিত করতে হবে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসলে ঝাড়খণ্ডের অধিকাংশ জনজাতির মতই সাঁওতালরা প্রকৃতির উপাসক, মূর্তি পুজো করেনা। জানেন কি জানিনা- ঝাড়খন্ড শুধু নয়, সারা ভারতের অধিকাংশ আদিম জনজাতি কিন্তু মা দুর্গার একেবারে বিপক্ষে, মা দুর্গা এঁদের প্রিয় রাজা ঘোরাসুর বা মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে বধ করেছেন বলে এঁদের বিশ্বাস। অবশ্য ওদের কথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংখ্যাগুরু সমাজ অর্থাৎ আমরা শুনতেই চাই না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

বক্স-অফিসে ঝড় তুললেন টাবু-কারিনা-কৃতি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় তিন অভিনয়শিল্পী টাবু, কারিনা ও কৃতি। গত ২৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে তাদের বহুপ্রতীক্ষিত সিনেমা 'ক্রু'। সিনেমাটির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তারা। পর্দায় টাবু-কারিনা-কৃতির রসায়ন নজর কেড়েছে সিনেমাপ্রেমীদের। শুধু তাই নয়, মুক্তির দ্বিতীয় দিনেই বক্স-অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন এই তিন রমণী।

ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে 'ক্রু'। ঝধপহরষশ.পড়স-এর রিপোর্ট জানায়, মাত্র ২ দিনে বক্স অফিসে ১৯ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে সিনেমাটি।

জানা গেছে, মুক্তির প্রথম দিনে ৯.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে সিনেমাটি। দ্বিতীয় দিনে এটা ভারতের বক্স অফিসে ৯.৬ কোটি টাকা আয় করেছে। দুদিন মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৮.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে সিনেমাটি। পাশাপাশি প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী ২০.০৭ কোটি টাকা আয় করেছে টাবু-কারিনা-কৃতির 'ক্রু'।

'ক্রু' সিনেমায় 'ক্রু'ড় চরিত্রে অভিনয়ে করেছেন টাবু-কারিনা-কৃতি। তবে কারিনার অনবদ্য কমিক টাইমিং এবং বিমান সেবিকা হিসেবে টাবুর অভিনয় নজর কেড়েছে সিনেমাপ্রেমীদের। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কৃতি শ্যাননন। সিনেমায় দেখা যাবে ডাকাতি, কমেডিসহ নানান ড্রামা। যা পুরো সময় জুড়েই দর্শকদের চোখ আটকে রাখবে পর্দায়।

সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন রাজেশ এ কৃষ্ণান। মূলত 'কোহিনূর' এয়ারলাইনস ও সোনা পাচারকে কেন্দ্র করেই গল্প এগিয়েছে সিনেমাটির। তিন ত্রয়ীর ফ্লাইটের জন্য চিনাবাদামের বাক্স চুরি করা থেকে শুরু করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনায় হলে বুঁদ হয়ে থাকবেন দর্শকেরা।

দাম্পত্যের ২৫ বছর পর কাজলকে বিয়ের কারণ জানালেন অজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তিন দশকের ঝলমলে ক্যারিয়ারে একের পর এক সফল ছবি। কাজ তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কোথাও কোনও আলোচনার অবকাশ নেই বলিউডের জনপ্রিয় ও সফল দম্পতি অভিনেতা অজয় দেবগান ও অভিনেত্রী কাজলের। বলিউডে সম্পর্ক এবং বিয়ে নিয়ে হাজারো জল্পনার ভিড়ে এই তারকা দম্পতিকে নিয়ে গুজব বা চর্চাও নেই তেমন। অজয়কে বিয়ে করে ঘরকন্না করবেন বলে ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে থেকেও সব ছেড়ে দেন তনুজা-কন্যা। দেখতে দেখতে দাম্পত্যের ২৫ বছর পার করলেন তারা। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার তাদের। কাজল বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অজয়ের সঙ্গে প্রেমের অধ্যায় থেকে দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি প্রকাশ্যে এনেছেন। তুলনায় মিতভাষী অজয় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনওই সেভাবে কথা বলেননি। তবে এক সাক্ষাৎকারে অজয় জানালেন কাজলকে বিয়ে করার নেপথ্যের কারণ।

রণবীর এলাহাবাদিয়া তার পডকাস্টে অজয় দেবগানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-কেন আপনি কাজলকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

জবাবে অজয় বলেন, “আমি সত্যিই জানি না। মানে, আমরা দেখা করেছি, আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম এবং আমরা একে অপরকে প্রোপোজ না করেই দেখা করা শুরু করেছি। তারপর আমরা বিয়ে করব বলে সম্মত হয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “এটি ছাড়াও, সম্ভবত আমাদের বিয়ের একটি কারণ হল আমাদের চিন্তাভাবনা অনেকাংশে মিলে যায় এবং আমরা যাই বলি না কেন, মনে আমাদের নৈতিকতা এবং এই জাতীয় জিনিসগুলো একসঙ্গে মিলে যায় বলে মনে হয়। তাই এটা একটা ফ্লোতে চলেছে এবং আমরা বিয়ে করেছি।”

১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অজয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় কাজলের। অভিনেত্রী হিসেবে কাজল তখন সাফল্যের মধ্যগগনে। সেই সময় আচমকাই অজয়কে বিয়ে করেন তিনি। যদিও অজয়কে বিয়ে করবেন শুনে কাজলের বাবা শমু মুখোপাধ্যায় প্রায় চার দিন কথা বলেননি মেয়ের সঙ্গে। অবশ্য শেষে পরিবারের উপস্থিতিতেই ঘরোয়াভাবে বিয়ে সারেন তারা।

একসঙ্গে পর্দায় হাজির হচ্ছেন দুই জোড়া যমজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার দেশীয় ওয়েব ফিল্মে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে দুই জোড়া যমজের রসায়ন। তারা হলেন বর্তমান সময়ের পরিচিত মুখ অভিনেতা বৃন্দাবন দাস ও শাহনাজ খুশী দম্পতির যমজ পুত্র দিব্য জ্যোতি ও সৌম্য জ্যোতি এবং অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দার দুই কন্যা টাপুর ও টুপুর।

সম্প্রতি এই চারজনকে এক ফ্রেমে নিয়ে ওয়েব ফিল্ম 'মায়া' নির্মাণ করছেন নির্মাতা অনিমেষ আইচ। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচিত অতিপ্রাকৃত গল্প 'মায়া' অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে।

ওয়েব ফিল্মটি নিয়ে অনিমেষ আইচ গণমাধ্যমকে বলেন, 'মায়া'র শুটিং গতবছর মানিকগঞ্জের বানিয়াজুড়িতে করেছি। পহেলা বৈশাখে ৭৫ মিনিটের এই চলচ্চিত্র দেখা যাবে দীপ্ত প্লেতে। ছোটগল্প থেকে এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অনিমেষ আইচ নিজেই। অভিনয় করেছেন বৃন্দাবন দাস, মিতুল রহমান, তানভীর হোসেন প্রবাল, সাহানা সুমীসহ অনেকে।

'ও আমার প্রাণ, আমার আত্মা' কাকে বললেন ঐশ্বরিয়া?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে নানা খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। কখনও তিনি সরব হয়েছেন, আবার কখনও তিনি চুপ থাকাকেই বেছে নিয়েছেন। প্রেম থেকে বিয়ে, বিয়ে থেকে সংসার, সন্তান, শ্বশুরবাড়িতে তাঁর অবস্থান, সব নিয়েই চর্চা সর্বত্র বর্তমান।

তবে গসিপ প্রসঙ্গে খুব একটা নজর না দিলেও একটা বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করতে একাধিকবার ভাবেন না, আর তা হলো তার সন্তান আরাধ্যা।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে বড় হয়ে গেল আরাধ্যা বচ্চন। ছোট থেকেই খবরের শিরোনামে বারবার জায়গা করে নিতে দেখা গেছে তাকেও।

কখনও তার লুক, কখনও আবার তার স্কুলের পারফর্ম জায়গা করে নিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। সেই প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী। আরাধ্যার বিষয়ে তিনি বললেন, ও আমার জীবন। ওর জন্য আমার সবটাই। সারা জীবন থেকে যাবে। ও আমার প্রাণ আমার আত্মা।

যদিও নেটিজেনদের কটাক্ষের তালিকা থেকে কখনই বাদ পড়তে দেখা যায় না তাকে। একবার আরাধ্যার জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছিল বচ্চন পরিবার। বিমানবন্দরে আরাধ্যার হাঁটার ভঙ্গি নিয়ে ট্রল করে নেটিজেনদের একটা বড় অংশ।

চুম্বন দৃশ্যে অভিনয় করা সহজ নয় 'অনুপমা'

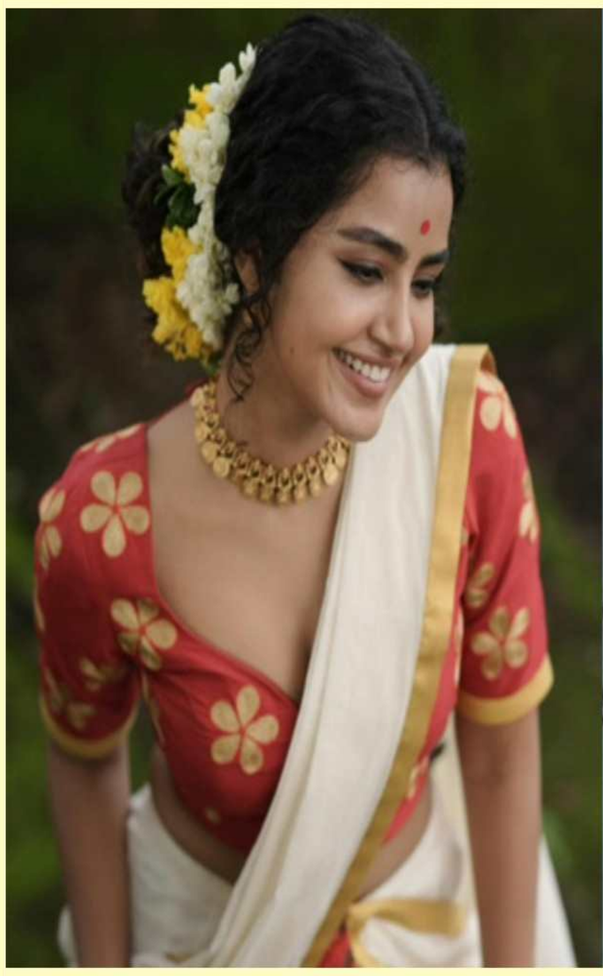

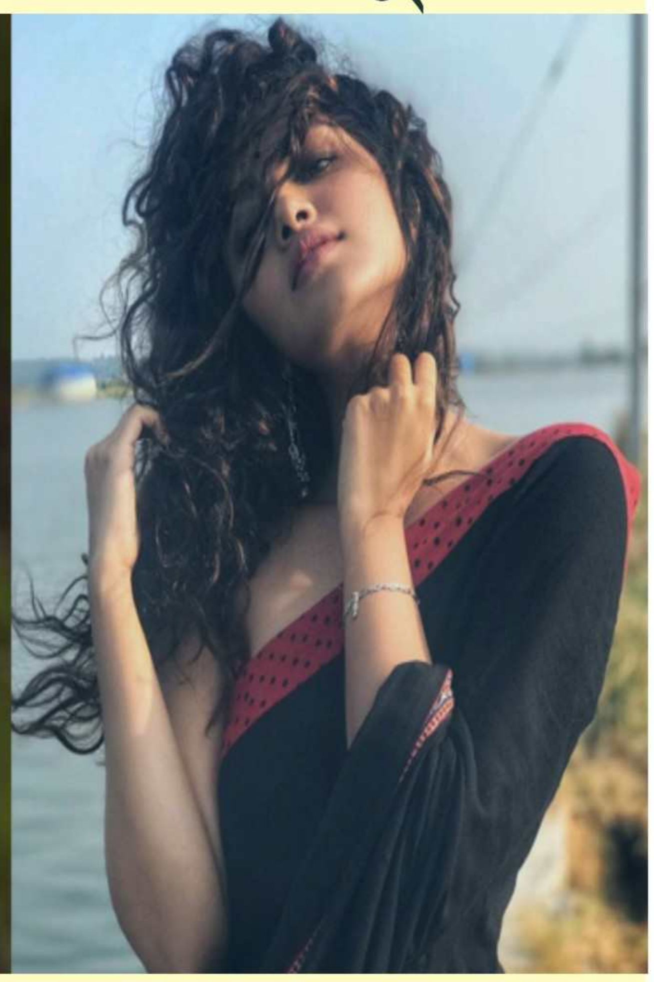

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার অভিনেত্রী অনুপমা পরমেশ্বর। তার অভিনীত 'টিলু স্কয়ার' সিনেমাটি গতকাল মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাটিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন সিধু।

কিছুদিন আগে অনুপমার এ সিনেমার ট্রেইলার মুক্তি পায়। তাতে সিধুর সঙ্গে অনুপমার চুম্বন দৃশ্য রয়েছে। যার ফলে মুক্তির আগে থেকেই জোর আলোচনায় রয়েছে মালিক রাম নির্মিত এই সিনেমা। এবিএন টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চুম্বন দৃশ্য নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী।

অনুপমা পরমেশ্বর বলেন, 'রোমান্স করা সহজ কাজ না। ব্যক্তিগত মুহূর্তে দুজন মানুষ অন্তঃরঙ্গ হয়। কিন্তু শুটিংয়ের সময়ে আমাদের সামনে শতাধিক মানুষ উপস্থিত থাকেন।

চুম্বন দৃশ্যের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে অনুপমা বলেন, 'বিশেষ করে চুম্বন দৃশ্যটি যখন গাড়ির ভেতরে করেছি, তখন আমার পায়ে দুটি ক্ষত ছিল। এ অবস্থায়ও আমাদের অভিনয় করতে হয় এবং চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে হয়। দর্শকরা মনে করতে পারেন রোমান্স করা সহজ। কিন্তু এটি সহজ নয়।

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অনুপমা পরমেশ্বর ২০১৫ সালে চলচ্চিত্রাঙ্গনে পা রাখেন। ইতোমধ্যে তার অভিনীত দুই ডজন সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। অভিষেক চলচ্চিত্রেই সবার নজর কাড়েন। তার অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত অধিকাংশ সিনেমা বক্স অফিসে সফলতা লাভ করেছে। রূপের জাদুতেও দর্শকের মনে নাড়া দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

আইপিএল:
লক্ষ্ণৌতে উইলির জায়গায় হেনরি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিগত কারণে আইপিএলের শুরুর দিক থেকে সরে দাঁড়ানো ডেভিড উইলি এবার নাম সরিয়ে নিয়েছেন পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই। ইংলিশ পেস বোলিং অলরাউন্ডারের বদলি হিসেবে নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরিকে দলে টেনেছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। গত ডিসেম্বরের আইপিএল নিলাম থেকে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে উইলিকে দলে নেয় লক্ষ্ণৌ। এর আগের দুই মৌসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন তিনি। চলতি আইপিএলের আগে আইএলটি-টোয়েন্টিতে আবু ধাবি নাইট রাইডার্স ও পিএসএলে মুলতান সুলতান্স দলের অংশ ছিলেন ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। চলতি আসরের জন্য নিলামে নাম দিয়েছিলেন হেনরি। কিন্তু তাকে তখন দলে নেয়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি। উইলি সরে দাঁড়ানোয় কিউই পেসারকে সোয়া এক কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ। এর আগে একবারই আইপিএলে খেলেছেন হেনরি। ২০১৭ আসরে তখনকার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে দুই ম্যাচ খেলে ১ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। পরে চেন্নাই সুপার কিংস দলেও ছিলেন, কিন্তু খেলার সুযোগ পাননি কোনো ম্যাচ। এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১৩১ ম্যাচ খেলা ৩২ বছর বয়সী হেনরি উইকেট নিয়েছেন ১৫১টি।

ধোনি তাণ্ডবেও
জয় পেলো না মুস্তাফিজের চেন্নাই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৬ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন চেন্নাই সুপার কিংসের সাবেক অধিনায়ক মাহেন্দ্র সিং ধোনি। চলতি আসরে প্রথমবারের মতো ব্যাট হাতে নেমে তাণ্ডব চালিয়েও দলকে জেতাতে পারলেন না এই মাস্টারমাইন্ড। টানা দুই ম্যাচ জয়ের পর চেন্নাইকে ২০ রানের পরাজয় নিয়ে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠ ছাড়তে হয়েছে।

শুরুতে ব্যাট করে দিল্লির ব্যাটাররা চেন্নাইকে ১৯২ রানের টার্গেট দিয়েছিলো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে চেন্নাই থেমেছে ১৭১ রানে। দিনটা মুস্তাফিজুর রহমানেরও খুব একটা ভালো যায়নি। ৪ ওভার বল করে ৪৭ রান দিয়ে তিনি পেয়েছেন ১ উইকেট।

চেন্নাইর হয়ে প্রথম ম্যাচে কিপ্টে বোলিংয়ে একাই চার উইকেট নিয়েছিলেন ফিজ। পরের ম্যাচেও ছিলো তার দুই শিকার।

পিছিয়ে পড়েও সালাহর গোলে লিভারপুলের দারুণ জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরুতেই পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিল লিভারপুল। দুই অর্ধে মিলল দুইটি গোল। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের পথে ফিরল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

অ্যানফিল্ডে ৩১ মার্চ ২-১ গোলে জিতে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে লিভারপুল। ড্যানি ওয়েলবেক সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন লুইস দিয়াস। দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোলটি করেন মোহামেদ সালাহ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে গত রাউন্ডে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল লিভারপুল। ঘরের মাঠে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে টানা ৩২ ম্যাচে অপরাজিত রইল ক্লপের দল। ব্রাইটনের বিপক্ষে ৫৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য লিভারপুল শট নেয় মোট ৩০টি, যার ৮টি ছিল লক্ষ্যে। ব্রাইটনের ৯ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল।

দ্বিতীয় মিনিটেই স্বাগতিক সমর্থকদের স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। বক্সে সতীর্থের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে ডান পায়ের জোরাল শটে গোলটি করেন ৩৩ বছর বয়সী ইংলিশ ফরোয়ার্ড ওয়েলবেক।

ষষ্ঠ মিনিটে ব্রাইটনের ডিফেন্ডার পেরভিস এস্তুপিনানের চ্যালেঞ্জে দারউইন নুনেস বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করেন লিভারপুলের খেলোয়াড়রা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি।

নবম মিনিটে একটি সুযোগ পান সালাহ, বক্সের ভেতর থেকে তার শট যায় বাইরে। ২০তম মিনিটে মিশরীয় ফরোয়ার্ডের আরেকটি শটও লক্ষ্যে থাকেনি। ২৭তম মিনিটে সমতায় ফেরে লিভারপুল। কর্নারে সালাহর হেড ক্লিয়ার করতে পারেনি ব্রাইটন। তাদের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে যাওয়া বল কাছ থেকে ভলিতে জালে পাঠান দিয়াস। ৩২তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ পান সালাহ। তার বাঁ পায়ের শট ঠেকান গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর কাছ থেকে নুনেসের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে লিভারপুল। ৬৬তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন সালাহ। আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের পাস বক্সে ডান পায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে পাঠান তিনি। চলতি আসরে ২৩ ম্যাচে সালাহর গোল হলো ১৬টি।

৭১তম মিনিটে সালাহর পাস বক্সে পেয়ে দিয়াস জালে বল পাঠালেও অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। ৭৫তম মিনিটে প্রতি-আক্রমণে আরেকটি সুযোগ তৈরি করে তারা। দিয়াসের পাস ধরে বক্সে ঢুকে সালাহর নেওয়া শট ঠেকান গোলরক্ষক। ৮১তম মিনিটে দারুণ সেভে ব্যবধান ধরে রাখেন কুইভিন কেলেহার। ফ্রি-কিকে লুইস ডাঙ্কের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান এই আইরিশ গোলরক্ষক।

যোগ করা সময়ে আরেকটি গোল পেতে পারতেন সালাহ। তার শট এক হাতে ফিরিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি ব্রাইটন গোলরক্ষক। ২৯ ম্যাচে ২০ জয় ও ৭ ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট হলো ৬৭। ২৮ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল দুইয়ে। ম্যানচেস্টার সিটি তিনে আছে, ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে। দিনের পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ২৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে ব্রাইটন।

জয়বঞ্চিত মেসিহীন মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে ছাড়া রবিবার সকালে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি। নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি'র বিপক্ষের এই ম্যাচে লুইস সুয়ারেজ গোল পেলেও জয় পায়নি দ্য হেরন্সরা। ১-১ গোলের সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে।

এদিন ম্যাচের ১৪ মিনিটেই এগিয়ে যায় মায়ামি। এ সময় ফ্রি কিক পায় তারা। ফ্রি কিক থেকে জুলিয়ান গ্রেসেলের ক্রসে হেড নিয়ে জালে জড়ান সুয়ারেজ। তবে ৩৪ মিনিটে সমতা ফেরায় নিউ ইয়র্ক সিটি। কিয়েটন পার্কসের বাড়িয়ে দেওয়া বল থেকে ডান পায়ের শটে গোল করেন আলোনসো মার্টিনেজ। তাতে ১-১ গোলের সমতা নিয়ে শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

বিরতির পর ৪৯ মিনিটে আরও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল আলোনসো মার্টিনেজ। কিন্তু সেটি রুখে দেন মায়ামির গোলরক্ষক। ৫৩ মিনিটে মায়ামির রবার্ট টেইলর একটি গোলের সুযোগ মিস করেন। এরপর সুয়ারেজের দু'টি দারুণ শট রুখে দেন নিউ ইয়র্কের গোলরক্ষক। ৮০ মিনিটের মাথায় সুয়ারেজের আরও একটি সুযোগ ধরে ফেলেন তিনি। যোগ করা সময়ে নিউ ইয়র্ক সিটির সান্তিয়াগো রদ্রিগুয়েজের বাম পায়ের শট রুখে দেন মায়ামির গোলরক্ষক। তাতে ১-১ গোলের সমতায় শেষ হয় ম্যাচ।

আইপিএলে না খেলার
সিদ্ধান্ত হাসারাঙ্গার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজেকশন নিয়ে বাংলাদেশ সফরে খেলা ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা এখন হিলের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে চান। তাই, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে এবারের আইপিএলে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার এই লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার। আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে মাথায় রেখেই হাসারাঙ্গার এমন সিদ্ধান্ত। বিষয়টি জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা। তিনি জানান, "সে আইপিএলে অংশ নিচ্ছে না। কারণ চিকিৎসক তাকে পুনর্বাসনে থাকতে বলেছে। তার হিলে ফোলা আছে, এতদিন ইনজেকশন নিয়ে খেলছিল সে। তাই বিশ্বকাপের আগেই সে এই সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর তাই এবছর আইপিএল না খেলার সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানিয়েছে।" গত ডিসেম্বরের নিলাম থেকে হাসারাঙ্গাকে ভিত্তিমূল্য ১ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে দলে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। একটু দেরিতে হলেও তাকে পাওয়ার আশায় ছিল দলটি। কিন্তু তা আর হচ্ছে না। ২০২২ সালের নিলাম থেকে হাসারাঙ্গাকে পৌনে ১১ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ওই বছর ১৬ ম্যাচ খেলে ওভারপ্রতি সাড়ে সাতের একটু বেশি রান দিয়ে ২৬ উইকেট নেন তিনি। একবার করে পান পাঁচটি ও চারটি করে উইকেট। গত আসরে অবশ্য নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি হাসারাঙ্গা। ৮ ম্যাচে উইকেট নিতে পারেন কেবল ৯টি। ওভারপ্রতি রান দেন প্রায় ৯ করে। এমন বিবর্ণ পারফরম্যান্সের পর তাকে ছেড়ে দেয় বেঙ্গালুরু।

চার-ছক্কার বর্ষণে
আমেদাবাদের তাপমাত্রা বাড়ালেন GT ক্যাপ্টেন শুভমন গিল

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা সকলের। আর তার উপর আমেদাবাদের তাপমাত্রা বাড়ালেন গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমন গিল । এ বারের আইপিএলের সবচেয়ে কম বয়সী অধিনায়ক শুভমন। এই প্রথম বার অধিনায়ক হিসেবে অর্ধশতরান করলেন পঞ্জাব তনয়। তাও আবার তাঁর 'ঘরের টিম' পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। অধিনায়োকচিত ইনিংস কারে কয়, তা বোঝালেন শুভমন। ৪৮ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আইপিএলের ম্যাচে মুখোমুখি শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স ও শিখর ধাওয়ানের পঞ্জাব কিংস। টস জিতে প্রথমে গুজরাট টাইটান্সকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন পঞ্জাবের ক্যাপ্টেন শিখর ধাওয়ান। প্রথমে ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছে শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স।

মাত্র ৩১ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন শুভমন গিল। ১৫তম ওভারের চতুর্থ বলে পঞ্জাবের হরপ্রীত ব্রারকে বাউন্ডারি মারেন গিল। তাতেই আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম অর্ধশতরান পূর্ণ হয় শুভমনের। এ বারের আইপিএলে এর আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৩১ রান করেছিলেন শুভমন। তারপর গুজরাটের ক্যাপ্টেন শুভমন চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৮ ও ৩৬ রান করেছিলেন। লক্ষীবারে ঘরের মাঠে এ বার শুভমন মরসুমের প্রথম হাফসেঞ্চুরিও করলেন।

জোড়া গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে জেতালেন রদ্রিগো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিনিসিউস জুনিয়রের অনুপস্থিতিতে জ্বলে উঠলেন আরেক ব্রাজিলিয়ান তারকা রদ্রিগো। করলেন চমৎকার দুইটি গোল। তার দাপুটে পারফরম্যান্সে অ্যাথলেতিকো বিলবাওকে হারিয়ে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে ফের আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল কার্লো আনচেলত্তির দল।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ৩১ মার্চ রাতে লা লিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে স্পেনের সফলতম দলটি। তাদের একটি প্রচেষ্টা পোস্টে না লাগলে ব্যবধান হতে পারত আরও বড়।

লিগ টেবিলে চারে থাকা বিলবাওয়ের বিপক্ষে কার্ডের খাঁড়ায় ছিলেন না রিয়ালের আক্রমণভাগের বড় ভরসা ভিনিসিউস। লিগে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এদিন ফেরেন ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম।

চলতি আসরে সবচেয়ে বেশি 'ক্লিন শিট' রাখা বিলবাওয়ের বিপক্ষে অষ্টম মিনিটে প্রথম আক্রমণে রদ্রিগোর দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ডান দিক থেকে ব্রাহিম দিয়াসের ক্রস বাম দিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আড়াআড়ি এগিয়ে যান তিনি। তার সামনে দুই দিকে ছিল প্রতিপক্ষের তিন-চার জন খেলোয়াড়। বক্সের বাইরে থেকে এই উইঙ্গারের ডান পায়ের বুলেট গতির শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে জড়ায় জালে।

মাঝে অনেকটা সময় পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দল। ৩৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন টনি ক্রুস। পাঁচ মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে ফেদে ভালভের্দের ভলি ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক। ৪৪তম মিনিটে কর্নারে অহেলিয়া চুয়ামেনির হেড পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোল পাননি ব্রাহিম। রদ্রিগোর পাসে ২৪ বছর বয়সী উইঙ্গারের কোনাকুনি নিচু শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৫২তম মিনিটে আরেকটি দারুণ সেভ করে ব্যবধান ধরে রাখেন লুনিন। কাছ থেকে ইনাকি উইলিয়ামসের শট ফিরিয়ে দেন ইউক্রেইনের এই গোলরক্ষক।

৬০তম মিনিটে বিলবাওয়ের এক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জে রদ্রিগো বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করেন রিয়ালের খেলোয়াড়রা। তবে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ডাগআউটে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান কোচ আনচেলত্তি। ৭৩তম মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রদ্রিগো। মাঝমাঠের কাছাকাছি থেকে বেলিংহ্যামের থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, সামনে থাকা প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ডান পায়ের শটে খুঁজে নেন ঠিকানা।

চলতি মৌসুমে লিগে রদ্রিগোর গোল হলো ১৫টি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে ৮টি। দর্শকদের করতালির মাঝে যোগ করা সময়ে মাঠে নামেন এদের মিলিতাও। এসিএল চোট কাটিয়ে সাত মাস পর মাঠে ফিরলেন রিয়ালের এই ডিফেন্ডার। ৩০ ম্যাচে ২৩ জয় ও ৬ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৭৫। সমান ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা দুইয়ে আছে, ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে জিরোনা। চার নম্বরে বিলবাওয়ের ৫৬ পয়েন্ট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR